‘স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের’ সম্পাদকমন্ডলী ও প্রোডাকশন টিমের বৈঠকে গৃহীত প্রাথমিক প্রস্তাবনা - ২৭ ফেব্রুয়ারী’ ১৬

আশু কর্মসূচী

আজকের পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের কাছে, নির্দিষ্টভাবে ছাত্র-যুবদের কাছে, সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে ভারতীয় ও বিশ্বসভ্যতার ইতিবাচক নির্যাসগুলিকে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্ঠাগুলি চালিয়ে যেতে হবে। অন্য যারা এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী তাদের সাথেও সংযোগ স্থাপন করতে হবে। অভিজ্ঞতা ও সম্পদ বিনিময় করতে হবে। প্রয়োজনে যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে।

এই লক্ষ্যের অঙ্গ হিসাবে, একদিকে পাঠকদের মধ্যে কিছুটা চাহিদা সৃষ্ঠি হওয়ায়, অন্যদিকে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায়, ‘ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)’- প্রথম খন্ডের আরেকটি সংস্করণ আগামী মে-জুনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। তার জন্য ভাল করে প্রুফের সংশোধন করতে হবে, ছবি ও ছাপা যতটা সম্ভব আর্কষণীয় করে তুলতে হবে এবং ছাপানোর খরচ সংগ্রহ করতে হবে।

‘স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের (জজঞ)’ জানুয়ারী’১৬ বিশেষ সংখ্যা দ্রুত বন্টন করতে হবে। বিষয়বস্তুগুলি নিয়ে নির্দ্দিষ্ট পাঠকমন্ডলীর মধ্যে পৌছতে হবে। বিষয়বস্তুগুলি নিয়ে বিতর্ক, সক্রিয়তা ও উদ্যোগ সৃষ্ঠি করতে হবে। পত্রিকার খরচ তুলে আনার চেষ্টা করতে হবে।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় খন্ড এবং ‘দর্শনের দরবারে’ প্রকাশের আগে ভাল করে অধ্যয়ন ও প্রয়োজনীয় গবেষণা করে নিতে হবে। নিতে হবে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক একটি পর্বের জন্য প্যানেল গঠন করতে হবে।

কর্মসূচী ও পরিকল্পনা

বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে পত্রিকার নাম ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন’ই অনুমোদন করা হল। পত্রিকা বছরে অন্তত তিনটি সংখ্যা প্রকাশের চেষ্ঠা করতে হবে। নববর্ষ (এপ্রিল), শারদীয়া (সেপ্টেম্বর) ও বইমেলা (ডিসেম্বর) এই তিনটি উৎসবের সময় মানুষের আগ্রহ ও গ্রহনযোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়ে উৎসবের আগে বের করার চেষ্ঠা করতে হবে। ভবিষ্যতে মাসিক/দ্বি -মাসিক প্রকাশের কথা ভাবতে হবে।

পত্রিকার মেদ বর্জন করতে হবে। পত্রিকার গুণগত ও সৌন্দর্যগত উৎকর্ষ বজায় রাখতে হবে। ত্রুটিহীনতার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

নির্দ্দিষ্ট পাঠকদের প্রতি লক্ষ রেখে (সাধারণ মানুষ, বিশেষত ছাত্র-যুব, আরও নির্দ্দিষ্টভাবে স্কুল ছাত্র -ছাত্রী ও কিশোর - কিশোরী) গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী লেখাগুলি মনোনীত করতে হবে। ইংরেজী ও হিন্দী লেখাগুলির ভাষান্তর করে পরিবেশন করতে হবে। সহজিয়া ভাষায়, স্পষ্টভাবে, কঠিন বিষয় সহজ করে পরিবেশন করতে হবে। প্রতিটি আলাদা পরিচ্ছদ ও প্রতিটি পৃথক প্রবন্ধ পৃথক পৃষ্ঠায় রাখতে হবে। গ্যাপগুলি খবরাখবর, ফিলার, কার্টুর্ন, ছবি প্রভৃতি দিয়ে সাজাতে হবে।

পত্রিকার মূল্য ৫০ টাকার মধ্যে এবং প্রোডাকশান খরচ ৩০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্ঠা করতে হবে।

বিষয়ের ক্ষেত্রে দেশ ও রাজ্যের চ্যালেঞ্জড্ অঞ্চল ও অধিবাসী অর্থাৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তরবঙ্গ, চা-বাগান, পাহাড়, ছিটমহল, চর, খাদান, জঙ্গলমহল, সুন্দরবন, আদিবাসী, পশ্চাদপর জনজাতি, কৃষিশ্রমিক, অসংগঠিত শ্রমিক, অভিবাসী শ্রমিক, নারী, শিশু ও প্রবীন নাগরিক, সংখ্যালঘু , উদ্বাস্তু , ঝুপড়ি ও বস্তিবাসী , প্রন্তিক গোষ্টী প্রভৃতিদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

প্রতিটি সংখ্যার জন্যই পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। ভাল করে বর্ণসংস্থাপন , ছবি ও কার্টুন সংস্থাপন , অঙ্গসজ্জা, প্রচ্ছদ, বারংবার প্রুফসংশোধণ, ছাপানো ও বাঁধাইয়ের কাজ করতে হবে এবং ঠিক সময়মত প্রত্রিকা প্রকাশ করতে হবে।

দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশী বেশী করে কমবয়সী যোগ্য ব্যাক্তিদের এবং নতুন নতুন ইতিবাচক শক্তিকে নিয়ে আসতে হবে। সম্পাদকমন্ডলীকে আরো সক্রিয় হতে হবে এবং দক্ষলেখক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ আমান্ত্রিত লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ লেখা, সাক্ষাৎকার, কবিতা, ভাষ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করতে হবে।

অর্থনীতি ও পরিচালনা

বন্টনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে।

বন্টনের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের মধ্যে যারা অন্য কোন আয় করেন না এবং বিক্রির জন্য মূল্যবান সময় ব্যয় করেন তাদের বই/ পত্রিকার বিক্রয়মূল্যের ২০% সাম্মানিক দেওয়া হবে।

প্রোডাকশন, সম্পাদনা ও আর্থিক বিষয়টি দেখাশোনার দায়িত্ব ও ভাগ নিতে হবে।

পত্রিকা ও পুস্তকমালা সুষ্ঠভাবে প্রকাশের জন্য জনবিরোধী নয় এমন বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা হবে, জনবিরোধীনন এমন ব্যক্তি ও সংস্থার থেকে সহায়তা নেওয়া হবে। গ্রাহকমন্ডলী (বার্ষিক ও সারাজীবনের) ও আর্থিক তহবিল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

ধীরে ধীরে এক নিয়মিত পাঠক মন্ডলী গড়ে তুলতে হবে। তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। খোলামনে সমালোচনাগুলি শুনতে হবে এবং যা সঠিক গ্রহণ করতে হবে। তাদের পত্রিকার সাথে যুক্ত করতে হবে।

আইনী ও অন্যান্য সুবিধার্থে এবং কার্যাবলীর স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন’ কে নথিভুক্ত করতে হবে এবং একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এই বিষয়ে তার আগে আইনজ্ঞ, আয়কর বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির পরামর্শ নেওয়া হবে। আরও উন্নতস্তরে অডিট ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

সাধারণভাবে প্রতি মাসের শেষ শনিবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে সেখানে সম্পাদকমন্ডলী , প্রোডাকশান টিম, সক্রিয় কর্মী ও সক্রিয় শুভানুধ্যায়ীরা অংশ নেবেন। পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ মার্চ। এছাড়াও সম্পাদকমন্ডলী , প্রোডাকশান টিম, বন্টন টিম নিজেদের মধ্যে জীবন্ত যোগাযোগ রাখবে পত্রিকা সমপাদনা, ছাপা ও প্রকাশ এবং বন্টনের জন্য।

উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি

‘স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন (ড়ড়য়)’ জনহিতে কাজ করবে। সুস্থ , রুচিশীল, যুক্তিপূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নত চিন্তা, চেতনা, অভ্যাস, সংস্কৃতি ও পরিবেশ গড়ে তুলতে ও তার প্রসার ঘটাতে প্রয়াসী হবে এবং প্রবহমান জনমুখী , প্রগতিশীল ও ইতিবাচক উদ্যোগ ও আন্দোলনগুলিকে তুলে ধরবে।

একদিকে গোঁড়ামি, অন্ধতা, সঙ্কীর্ণতা, দলবাজি, স্থবিরতা ও গতানুগতিকতা কিংবা ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ও উদ্দেশ্য, অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতা, উগ্রতা, অশালীনতা, ধ্বংসাত্বক ও নেতিবাচক মনোভাব, হতাশা, আঁতলেমি প্রভৃতির বিপরীতে ড়ড়য় সৎ, নীতিনীষ্ট, সৃজনশীল, নীরব, বিনম্র, নিরলস, দায়িত্বশীল, প্রাঞ্জল ও ধারাবাহিকভাবে তার কাজ করে যাবে এবং দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলি উর্দ্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করবে।

যে কোন জনহিতকর কাজে যুক্ত বা আগ্রহী ব্যক্তি বা সংস্থা ড়ড়য়-র কাজে যুক্ত হতে পারেন। ড়ড়য় ও যে কোন জনহিতকর কাজে সেই কাজের সাথে যুক্ত ব্যাক্তি ও সংস্থাগুলির সাথে যৌথ বা সহযোগী কাজে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু ড়ড়য় কোন ব্যাক্তি, সংস্থা বা দলের অধীনে কাজ করবে না। সবসময় স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখবে এবং অন্যদের উপযুক্ত মর্যাদা দেবে।

ড়ড়য় তে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত অংশগ্রহণ ও উদ্যোগ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক (ৎষরয়শঢ়তক্ষঁ)। ড়ড়য়-র কর্মরীতি গণতান্ত্রিক। ড়ড়য়-র কোন সিদ্ধান্ত যৌথ আলোচনাসাপেক্ষ। ড়ড়য় তে কোন মতপার্থক্য ও বিতর্ক জন্ম নিলে তা আলাপ -আলোচনা করে মেটাতে হবে। তাতে সমাধান না হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহনযোগ্য।

ড়ড়য় -র একটি সম্পাদকমন্ডলী ও প্রোডাকশান টিম থাকবে। তাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন দিকগুলি (প্রাথমিক পরিকল্পনা, অধ্যয়ন, খবর -রিপোর্ট -চিঠিপত্র সংগ্রহ, লেখা, লেখা সংগ্রহ, দান, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, ভাষান্তর, সম্পাদনা, কম্পোজ্ , লেআউট। প্রচ্ছদ, ফোটো ও বর্ণসংস্থাপন, অঙ্গসজ্জা, ছাপা-বাঁধানো , বন্টন , মূল্য সংগ্রহ, মতামত সংগ্রহ, পর্যালোচনা প্রভৃতি) নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক-কর্মী - শুভানুধ্যায়ী - সমর্থক - লেখক ও পাঠক গোষ্ঠীরা কাজ করবেন। প্রত্যেকের সমমর্যদা থাকবে। প্রত্যেকের মতামত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

তধস্বচ্ছাসেবক-কর্মী - শুভানুধ্যায়ী - সমর্থক - লেখক ও পাঠক গোষ্ঠীরা কাজ করবেন। প্রত্যেকের সমমর্যদা থাকবে। প্রত্যেকের মতামত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

২৬ মার্চ ২০১৬ তে ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের’ সম্পাদকমন্ডলী,
পত্রিকা প্রকাশের ও প্রচারের সাথে যুক্ত ব্যাক্তিরা এবং অন্যান্য বন্ধু, শুভাকাঙ্খী, সমর্থকদের নিয়ে
বর্দ্ধিত বৈঠকের সংক্ষিপ্তসার

মতামত

পত্রিকার নির্দ্দিষ্ট চরিত্র ধরে রাখা উচিত। পত্রিকার নির্দ্দিষ্ট পাঠকমন্ডলী গড়ে তুলতে হবে। পরিসরকে আরও বাড়াতে হবে। ভাবনার পরিধি ও ভাবনার সমবায়কে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রকৃত অর্থে তৃতীয় স্তরীয় প্রকাশনা পরিবেশন করতে হবে।

বিষয় নির্বাচন এবং তার সঠিক ও সুগভীর বিশ্লেষণ করতে হবে। অগ্রিম চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন পরবর্তী সংখ্যার জন্য। পুনর্মূদ্রণের ক্ষেত্রে আরও বাছাই প্রয়োজন।

পত্রিকার কলেবর ৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে রাখতে হবে। লেখার শব্দসীমা থাকা প্রয়োজন। পত্রিকার মূল্য ২০/২৫ টাকার মধ্যে রাখতে হবে। ন্যূনতম গ্রাহক সংগ্রহ করতে হবে। বিষয় বৈচিত্র প্রয়োজন যেমন ভ্রমণ, শিক্ষা।

পত্রিকার কলেবর সংক্ষিপ্ত হোক। স্বল্পমূল্য হোক। পাশাপাশি বিষয়গুলিকেও আরও সুনীর্দ্ধারিত করা হোক। উপস্থিত ব্যাক্তিরা প্রত্যেকে ১০ জন করে গ্রাহক করুন।

পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর মোবাইল নম্বর দেওয়া। ঠনথরভশয (ড়ঢ়তক্ষঢ়) ও ঠনথড়ভঢ়ন তৈরী করা। পত্রিকা প্রকাশের আগেই লেখাগুলি ঠনথড়ভঢ়ন -এ প্রকাশ করা।

পত্রিকার নামের সাথে বিষয়গুলির সামঞ্জস্য রাখা। পত্রিকার নাম আরও ছোট করা। পত্রিকার বিষয় ও লেখাগুলি আরও গোছানো প্রয়োজন। বিতরণকে গুরুত্বপূর্ণ করার জন্য সমমনস্কদের কাছে পৌছোঁনো এবং তাকে নিয়মিত তদারকী করা। সাংগঠনিক আলোচনা ছাড়াও বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করা।

অন্য রাজ্যে বা রাষ্ট্রে যেখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ রয়েছেন (অসম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, দিল্লী প্রভৃতি) সেখানে পত্রিকা পাঠানোর বিষয়টি ভাবা।

পুরুলিয়া - মানভূম, বীরভূম - বাঁকুড়া , জঙ্গলমহল , খাদান প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়কে ধরা।

এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব ভাগ করে পত্রিকাকে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। শিক্ষাকে বিষয় হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

বিভিন্ন মেলা , প্রদর্শনী , ষ্টল প্রভৃতিতে পত্রিকা রাখা উচিত। পত্রিকা নিয়ে স্কুলগুলিতে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যাওয়া দরকার।

একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রতিমাসের শেষ শনিবার বসা যেতে পারে।

স্বল্পব্যয়ের বিকল্প চিকিৎসা নিয়ে ধারাবাহিক লেখা দরকার যাতে সাধারণ মানুষ জানতে পারেন ও তাদের সুবিধা হয়।

এই দিন -দুনিয়ায় আমাদের চারপাশে, আমাদের রাজ্যে , দেশে ও অন্যত্র অনেক ভালো কাজ হচ্ছে অথচ সরাকারি মঞ্চে বা বাজারি গণমাধ্যমে তার উল্ল্যেখ নেই। এই ইতিবাচক বিকল্প উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাগুলির কন্ঠস্বরকে তুলে ধরতে হবে এবং ছড়িয়ে দিতে হবে। এগুলির প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে, এগুলির অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে হবে এবং এই সুরগুলিকে সমন্বয়ের চেষ্টা করতে হবে।

পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হবে লেখকদের ফুটনোটে।

আমাদের দেশ ও বিশ্বের অন্যত্র ঘটে চলা ধর্মীয় মৌলবাদী কার্যকলাপের বিরোধিতা করতে হবে। তরুন প্রজন্ম ও ছাত্রছাত্রীদের পাঠক-লক্ষ হিসাবে গন্য করে সেই মত লেখা তৈরী করতে হবে।
পত্রিকার উদ্দেশ্য খোলাখুলিভাবে জানাতে হবে এবং স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে। এক একটি বিষয় , যেমন 'আভফ আতশফ ঝবনষক্ষঁ', নিয়ে এগোতে হবে। উতদনথষযয প্রভৃতিতে ঠনথড়ভঢ়ন করে বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। তরুন প্রজন্মের উপর বেশী বেশী করে দায়িত্ব দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত

১) দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে। একজন শুভাকাঙ্খী ঠনথড়ভঢ়ন তৈরীর , একজন কর্মী বাঁকুড়া - পুরুলিয়ার উপর ফোটো - ফিচার নির্মান , একজন বন্ধু ত্রিপুরায় পত্রিকা পাঠানোর এবং একজন সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য যশপাল প্রমুখ হিন্দি সাহিত্যের যশস্বী লেখকদের অনন্য ছোটগল্পগুলি অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। প্রচলিত পত্র-পত্রিকা পড়া ও ও টিভি চ্যানেল দেখা প্রাথমিকভাবে ভাগ করা হল।

২) প্রত্যেকে ১০টি করে পত্রিকা বিতরণ এবং সেগুলির পাঠকদের সাথে যোগাযোগ রাখা ও তাদের পত্রিকার সাথে যুক্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হল।

৩) সমকালীন গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলিকে সহজবাংলায় আকর্ষনীয়ভাবে পরিবেশন করতে হবে।

৪) মূল উদ্দেশ্য ও বিষয়সূচীতে স্থির থেকেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র আনতে হবে। যেমন শিক্ষামূলক ও পরিবেশবান্ধব ভ্রমণ। পরবর্তী বৈঠকের তারিখ নিদ্ধারিত হল ২৮-০৫-২০১৬।

৫) ব্যাক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত, সংগঠনগত, অন্যান্য শখ -শৌখিনতা ও দায়িত্বের পাশাপাশি পত্রিকা নিয়ে সামান্য সময় দিতে হবে সকলকে।